বোধপরীক্ষণ - ১

১) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

চেকার চলে গেলে তথাগত লোকটার সঙ্গে আলাপ করেছিল। মাধ্যমিক দিয়ে ওরা কয়েকজন বন্ধু পুরীতে এক বন্ধুর মামা বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। দিন চারেক যেতে না যেতে ফিরে যেতে হচ্ছে। মায়ের খুব অসুখ। মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ট্রেনে ঘুম হচ্ছে না। কিছুতেই লোকটা মুখ খুলতে চায় না। অনেক তোয়াজ করার পর সে একটি অবিশ্বাস্য কাহিনি বলে। ওর দেশ ময়ূরভঞ্জে। বাংলা ও ভালোই জানে। নৌকা তৈরি ছিল ওর কাজ। আর সেজন্যই ও ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে পড়ে। সেখানে ও খবর পায় এক বুড়ো জেলের। যাকে সবাই ভয় করত। সে নাকি ঝড় তুলতে পারত। জল, ঝড়ের দানোরা ছিল ওর বশ। এমন একটা শুনে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকে সে। লোকটা বলেছিল 'না না এ বিদ্যে শেখাব না।' ঝড় তুলতে শিখলে, ঝড় থামাতেও শিখতে হবে। ওটা না শিখলে দানোরা তোমার সঙ্গে ফিরবে আর তুমি যেখানে যাবে সেখানে ঝড় উঠবে নিদারুন। নির্জন সমুদ্রতীরে বুড়ো জেলে এই লোকটিকে বালির উপর কী সব আঁকিবুকি কেটে মন্ত্র শেখাতে শুরু করে।

প্রশ্ন :

ক) তথাগতরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল ?

খ) কে চলে গেলে তথাগত লোকটির সাথে আলাপ করেছিল ?

গ) লোকটার দেশ কোথায় ছিল ?

ঘ) কিভাবে বুড়ো জেলে মন্ত্র শেখাতে শুরু করেছিল?

ঙ) বর্ণ বিশ্লেষণ করো - তথাগত।

Scanned with CamScanner

বোধপরীক্ষণ - ২

২। নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লেখো।

পশ্চিম বাংলায় অজয় নামে একটা নদী আছে। তার উৎপত্তি হলো ছোটনাগপুরের মালভূমিতে। অজয় নামের মানেই হলো যাকে পোষ মানানো যায় না। কত যুগ ধরে কবিরা অজয় নদীর সর্বনাশা রূপ সম্বন্ধে কবিতা আর গান লিখেছেন। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই অজয় নদীর ধারের বালি খুঁড়ে কত লোকে পুরোনো নৌকার অপূর্ব খোদাই করা ভাঙা টুকরো খুঁজে পায়। কাঠের নৌকোর টুকরো এখন পাথরের মত হয়ে গেছে। দুই হাজার বছরের কী তার বেশি পুরোনো ধাতু দিয়ে তৈরি দেবদেবীর মূর্তি আর বহুকাল আগে কোনো ভুলে যাওয়া দুর্ঘটনায় অজয় নদীর জলে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের ব্যবহার করা কত গহনা, বাসনপত্র, এতদিন পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্ন :

ক) অজয় নদীর যে রূপটি কবিদের গান ও কবিতায় ফুটে উঠেছে, সেটি কী ?

খ) অজয় নদীর উৎপত্তি কোথা থেকে ?

গ) অজয় নদীর জলে কারা প্রাণ দিয়েছিল ?

ঘ) অজয় নামের অর্থ কী ?

ঙ) দল বিশ্লেষণ করো - সর্বনাশা ।

Scanned with CamScanner